আলমডাঙ্গায় ফারিয়ার উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন

আলমডাঙ্গায় বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশন (ফারিয়া) এর উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের “দালাল” বলে আখ্যায়িত করা এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে হয়রানির প্রতিবাদে সোমবার সকাল ৯টার দিকে আলমডাঙ্গার আলিফ উদ্দিন রোড মোড়ে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সারা দেশের ন্যায় আলমডাঙ্গাতেও বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

বক্তারা বলেন, ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা সমাজের শিক্ষিত ও পেশাদার শ্রেণির অংশ। তারা চিকিৎসকদের নতুন ওষুধ ও চিকিৎসা- সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে চিকিৎসা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

তারা আরও বলেন, “আমরা সমাজের দালাল নই। কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রির নিচে কোনো ব্যক্তি এ পেশায় চাকরির সুযোগ পান না। কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি অন্য কোনো পেশাজীবীকে অবমাননাকরভাবে দালাল বলতে পারেন না।”

বক্তারা অভিযোগ করেন, চিকিৎসাসেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের হয়রানি ও অপমানজনক আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। করোনাকালেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা দায়িত্ব পালন করেছেন বলেও উল্লেখ করেন তারা।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ফারিয়া আলমডাঙ্গা শাখার সভাপতি হাফিজুর রহমান চমক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম হোসেন, ম্যানেজার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবুল কাশেমসহ বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্দ।

কুষ্টিয়ায় পল্লী চিকিৎসকের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় পল্লী চিকিৎসক জাহাঙ্গীর আলমের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, কুপিয়ে জখম ও টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী ও পল্লী চিকিৎসকরা।

মঙ্গলবার (৫ মে) দুপুরে উপজেলার আল্লারদর্গা জয়ভোগা এলাকায় আয়োজিত এ কর্মসূচি থেকে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে দৌলতপুর উপজেলা পল্লী চিকিৎসক সমিতির সভাপতি সাইফুল ইসলাম শাহীন বলেন, “আমাদের সমিতির সদস্য জাহাঙ্গীর আলমের ওপর হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয়। দ্রুত আসামিদের গ্রেফতার ও সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত না হলে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করবো।”

সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মো. সুমন আলী বলেন, “জাহাঙ্গীর আলম একজন সৎ ও ভালো মানুষ। রাতে আঁধারে তার ওপর হত্যাচেষ্টা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।”

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে আরও বলেন, ঘটনার পরও আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাদের গ্রেফতারে এখনো দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ নেই, যা অত্যন্ত দু:খজনক।

এদিকে পল্লী চিকিৎসক আবু সাঈদ অভিযোগ করে বলেন, “ঘটনার পরও আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আমাদের হুমকি দিচ্ছে। মামলা হলেও পুলিশ এখনো কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না, যা উদ্বেগজনক।”

এলাকাবাসী আবদুর রশীদ মাস্টার দ্রুত বিচার দাবি করে বলেন, এ ধরনের ঘটনা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছাড়া বন্ধ হবে না।

উল্লেখ্য, গত ২৮ এপ্রিল রাতে আল্লারদর্গা বাজার থেকে নিজ বাড়ি ফেরার পথে জয়ভোগা চাররাস্তার মোড়ে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে পল্লী চিকিৎসক জাহাঙ্গীর আলমকে গুরুতর জখম করে এবং তার কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় ১ মে দৌলতপুর থানায় ভুক্তভোগীর ভাই আবু সাঈদ বাদী হয়ে ৯ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও কয়েকজনকে

আসামি করে মামলা দায়ের করেন। আহত জাহাঙ্গীর আলম জয়ভোগা গ্রামের মৃত ফজলুল হকের ছেলে।

গাংনীতে বিএনপি নেতা মুকুলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বিএনপি নেতা মুকুলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ ও জড়িত সকল আসামিকে গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী হাসপাতাল বাজার সড়কের পাশে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন গাংনী উপজেলা মানবাধিকার কর্মীরা।

মানবাধিকার কর্মীদের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তার বক্তব্যে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে মুকুলকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণকারী ও তার সহযোগীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

মানবাধিকার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, “মুকুলকে যেভাবে গুলি করা হয়েছে, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর প্রতিবাদ না গড়ে তুলি, তাহলে একের পর এক নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরতে থাকবে। সন্ত্রাসীরা দিন দিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তাই সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাহারবাটি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমাতারা, মানবাধিকার কর্মীসহ সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ।

খুলনায় চিকিৎসক হয়রানির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ সমাবেশ

খুলনার বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসক রফিকুল ইসলাম বাবলুকে হয়রানির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে চিকিৎসকদের বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ডক্টরস্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ড্যাবের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সদর হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকসহ অন্যান্যরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে ড্যাবের সদস্য ডা: আব্দুল খালেক, ডা: আনোয়ারুল ইসলাম, ডা: জাকির হোসেন, ডা: শাহিন ঢালী, ডা: আরাফাত রহমান, ডা: হামিদুর রহমান বেলাল, ডা: তন্দ্রা, ডা: তারিন শুভসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচী থেকে বক্তারা, চিকিৎসক রফিকুল ইসলাম বাবলু হয়রানির ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

গত ১৩ এপ্রিল খুলনার বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালে খুলনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগর লবী’র উপস্থিতিতে স্থানীয় কিছু নেতা ডাক্তার বাবলুকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে। একই সাথে হাসপাতালের ট্রাস্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান থেকে পদত্যাগ করতে চাপ প্রয়োগ করে বলে অভিযোগ করা হয়।

মেহেরপুরে মসজিদের টাকা

আত্মসাৎ ও মাটি বিক্রির প্রতিবাদে মানবন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর চালতলাপাড়া জামে মসজিদের অর্থ আত্মসাৎ ও মসজিদের জমির মাটি অবৈধভাবে বিক্রির অভিযোগে কাজী হাবিবুর ইসলাম বাবলুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকাল ১১ টাই জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে আশরাফপুর চালতলাপাড়া জামে মসজিদ কমিটি ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, কাজী হাবিবুর ইসলাম বাবলু দীর্ঘদিন ধরে মসজিদের অর্থ আত্মসাৎ করে আসছেন। সম্প্রতি তিনি মসজিদের জমির মাটি অবৈধভাবে বিক্রি করে সেই অর্থও আত্মসাৎ করেছেন বলে দাবি করা হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পদ নিয়ে এমন অনিয়ম কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

আশরাফপুর চালতলাপাড়া জামে মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ বলেন, মসজিদের অর্থ আত্মসাৎ ও জমির মাটি বিক্রির মতো অভিযোগ অত্যন্ত দুঃখজনক।

আমরা চাই সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

আরও বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল হক,আমদাহ ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবক দলেন সম্পাদক মেহেদী হাসান জনি, তুষার, জাহিদ, ইব্রাহিম হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল মামুন।

ঝিনাইদহে যুবক নিহতের ঘটনায় বাসে আগুন-ভাংচুর, প্রতিবাদে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহে তেল পাম্পে কর্মচারীদের মারধরে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর রাতে ৩টি বাসে আগুন দিয়েছে বিক্ষুদ্ধ ছাত্র-জনতা। এর প্রতিবাদে সকালে সড়ক অবরোধ করে ঝিনাইদহের বাসের শ্রমিকরা।

গ্তকাল রোববার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে এ সড়ক অবরোধ শুরু হয়।

শ্রমিকরা সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে পোড়া বাস নিয়ে অবরোধ শুরু করে। এতে বন্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের সকল প্রকার যানচলাচল। সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা। পরে বাসে আগুন দেওয়ার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের আশ্বাসে ২ ঘন্টা পর অবরোধ তুলে দেয় শ্রমিকরা।

উল্লেখ, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় শহরের তাজ ফিলিং স্টেশনে তেল নেওয়াকে কেন্দ্র করে পাম্পের কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত হয় ফারদিন আহম্মেদ নিরব নামে এক যুবক। এ ঘটনায় রাতে শহরের আরাপপুরে একটি তেল পাম্প ভাংচুর ও রাত ২ টার দিকে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ৩ টি বাসে আগুন নেয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মাহফুজ হোসেন বলেন, রাতে বাসে যারা আগুন দিয়েছে তাদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

পুলিশ আশ্বাস নেওয়ার পর রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে শ্রমিকরা। এবিষয়ে শহরের সুধিজনরা নাম প্রকাশ না করার সর্তে বলেন কথায় কথায় তারা বাস দোকান-পাঠ, বাসা বাড়িতে আগুন দেবে এটা মেনে নেওয়া যায়না। যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় যখন সারা শহরে শোক ও প্রতিবাদ চলছে সেই সুযোগে বৈসম্যবিরোধী নামধারী কয়েকজন ছাত্র-যুবক বাসে আগুন দিয়ে তিনটি বাস পুড়িয়ে দিয়েছে।

এর আগে পোষাকের সোরুম বন্ডে আগুনসহ কয়েকজনের ব্যবসায়

প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া একই সূত্রে গাথা। সব অপরাধের দৃষ্টান্ত মূলক বিচার দাবী করেন তারা।

সার বিক্রেতাদের সনদ স্থগিতের প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

দেশব্যাপী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতাদের সনদ স্থগিত করার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বুধবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ইলিয়াস হোসেন, আহসান হাবিব প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সারাদেশে প্রায় ৪৪ হাজার সরকার অনুমোদিত কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম হতাশার মধ্যে দিনযাপন করছেন। দ্রুত সনদ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে তাদের ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান তারা।

মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। কর্মসূচিতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার খুচরা সার বিক্রেতারা অংশগ্রহণ করেন।

জামায়াত কর্মী হত্যার প্রতিবাদে আলমডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল

আলমডাঙ্গায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার উদ্যোগে গতকাল সোমবার বিকেলে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি আলমডাঙ্গা উপজেলা গেট থেকে শুরু হয়ে চারতলা মোড় ঘুরে আলিফউদ্দিন রোড মোড়ে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে উপজেলা জামায়াতের আমীর প্রভাষক শফিউল আলম বকুলের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মামুন রেজার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব বিভাগের সভাপতি শেখ নূর মোহাম্মদ হুসাইন টিপু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আইন-আদালত বিষয়ক সম্পাদক দারুস সালাম।

সমাবেশে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, গত ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সরকার গঠন করার পর দেশে ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, খুন ও সহিংসতা বেড়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রবাস জীবন শেষে দেশে এসে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং এভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করলে ১৭ মাসও সরকার টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় বিএনপির সন্ত্রাসীদের হামলায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান নিহত হয়েছেন। এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। তিনি আরও বলেন, প্রশাসন যদি গাফিলতি করে, তবে তা অত্যন্ত দুঃখজনক হবে।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর আমীর মাহের আলী, উপজেলা নায়েবে আমীর ইউসুফ আলী মাস্টার, সেক্রেটারি মামুন রেজা, পৌর নায়েবে আমীর মাওলানা জুলফিকার আলী এবং পৌর সেক্রেটারি মুসলিম উদ্দিনসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

সমাবেশ শেষে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি শেষ হয়।

জামায়াত কর্মী হত্যার প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিক্ষোভ মিছিল

জীবননগর উপজেলার হাসাদা বাজারে বিএনপির হামলায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান নিহতের ঘটনার প্রতিবাদে দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাফিজুর রহমান জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মফিজ উদ্দীনের ভাই এবং একজন জুয়েলারি ব্যবসায়ী ছিলেন।

গতকাল সোমবার বিকেল ৪টার দিকে দামুড়হুদা স্টেডিয়াম থেকে উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে মিছিলটি বের করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন উপজেলা জামায়াতের আমির নায়েব আলী ও উপজেলা সেক্রেটারি জেনারেল আবেদ উদ দৌলা টিটন।

মিছিলটি উপজেলা সদরের স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়ে উপজেলা চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় হাসাদা বাজারে হামলার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি আব্দুল খালেক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা আবুল কাশেম, হাউলী ইউনিয়ন আমির ওবায়দুল হক, নাটুদা ইউনিয়ন আমির শামসুজ্জোহা, নতিপোতা ইউনিয়ন আমির ইসমাইল হোসেন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আমির ঝন্টুসহ উপজেলা জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় জীবননগর উপজেলার হাসাদা বাজারে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে বিএনপির হামলায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান আহত হন। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গায় জামায়াত কর্মীর হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ বাজারে হামলায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান নিহত হওয়ার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে সদর উপজেলা ও পৌর জামায়াত।

সোমবার বেলা ৩টায় শহরের চৌরাস্তা মোড়ের মুক্তমঞ্চে সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জামায়াতের নেতারা বলেন, “জামায়াতের নেতাকর্মীদের ওপর এ নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। দ্রুত সময়ের মধ্যে হাফিজুর রহমান হত্যার সঙ্গে জড়িত দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। চাঁদাবাজ, দখলবাজ ও দুর্নীতিবাজদের প্রতিহত করতে হবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সবসময় মজলুমের পক্ষে সোচ্চার থাকবে। সকলকে এই জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানাই।”

তারা আরও বলেন, এ হত্যাকাণ্ড দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড রুখে দিতে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ড জেলার জন্য অশুভ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান, পৌর জামায়াতের আমির হাসিবুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি হুমায়ুন কবির শান্ত, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির বিলাল হোসাইন, জেলা ইউনিট সদস্য আব্দুর রউফ এবং জেলা ইসলামী ছাত্রশিবির সভাপতি সাগর আহমেদ প্রমুখ।

বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে হাফিজুর রহমানের হত্যার প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের চৌরাস্তা মোড় থেকে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।